দৈনিক খবর

তারিখ 24 JUL 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষক সেমিনারের অভিমত

সন্ত্রাস দমন করতে হলে উৎস খুঁজে বের করতে হবে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের 'সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত' শীর্ষক সেমিনারের দ্বিতীয় দিনে গতকাল বক্তারা বলেছেন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমন করতে হলে সন্ত্রাসের উৎস খুঁজে বের করে তা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। কোন ছাত্র অস্ত্র হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়। যারা অস্ত্র তুলে দেয় তারাই মূল সন্ত্রাসী।

ফেডারেশনের ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ এম এ বারী। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম ও আবদুল আউয়াল। বক্তৃতা করেন

৭–এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাস দমন করতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সচিব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী আনোয়ার মনসুর, মোহাম্মদ নূর উল্লাহ, অধ্যক্ষা মালেকা খাতুন, মোহাম্মদ সেকান্দার আলী খলিফা, অধ্যাপক আসাদুল্লাহ ও এস এম হাবিবুর রহমান।

এম এ বারী বলেন, শুধু শিক্ষাঙ্গনেই নয়– সমাজের সর্বত্র সন্ত্রাস বিরাজ করছে। শিক্ষাঙ্গন দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন জায়গা নয়। দেশের আর্থ–সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন না হলে সন্ত্রাস দমন সম্ভব নয়। তিনি সন্ত্রাস দমনে সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহবানজানান।

তিনি বলেন, শিক্ষকরা ভবিষ্যত নাগরিক গড়ার কারিগর। কিন্তু কারিগর হিসেবে তারা কতটুকু দক্ষ? শিক্ষকরাও আদর্শচ্যুত হয়েছেন এবং তাদের অধঃপতন ঘটেছে। যে শিক্ষক পদোন্নতির জন্য সন্ত্রাসীর শরণাপন্ন হয় সে শিক্ষক কখনোই ছাত্রদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। এমন শিক্ষকের কাছ থেকে মানুষ হওয়ার শিক্ষা আশা করা যায় না। তিনি সন্ত্রাস দমনের জন্য সেমিনারে বক্তব্য না দিয়ে কর্তব্য পালনের জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান।

মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম বলেন, দেশের সর্বত্র সন্ত্রাস বিরাজ করছে। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ভারতীয় দালাল প্রতিরোধ কমিটি ও যুব কমান্ডকে কেন্দ্র করে নতুন করে সন্ত্রাস সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে পুলিশের ওপর চাপ পড়ছে বেশী। তিনি বলেন, সন্ত্রাস দমনের জন্য পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। তবে তারা কোন অন্যায় করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি বলেন, সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করছে। এই ব্যাপারে বিরোধী দলের সক্রিয় সহযোগিতাপ্রয়োজন।

সংসদ সদস্য আবদুল আউয়াল বলেন, আমরা জাতীয় পর্যায়ে সন্ত্রাসকে লালন করছি। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে একটি সুশৃংখল বাহিনী। জিয়াউর রহমানকেও হত্যা করে একটি সুশৃংখল বাহিনী। একটি সুশৃংখল বাহিনীই জাতীয় প্রেস ক্লাবে সন্ত্রাস চালায়। অথচ এর কোন প্রতিকার হয় না। এই সমাজে ভাল কিছু আশা করা যায় না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ও জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী এক টেবিলে বসে অঙ্গীকার করলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ হবে বলে আমার বিশ্বাস।